তারিখ 31 JAN 2016
পৃষ্ঠা 7 কলাম 9

সংবাদ

এসএসসি পরীক্ষা কাল শুরু

● অংশ নিচ্ছে সাড়ে ১৬ লাখ শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আগামীকাল ১ ফেব্রুয়ারি। এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৬ লাখ ৫১ হাজার ৫২৩ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে আট লাখ ৪২ হাজার ৯৩৩ জন ছাত্র এবং আট লাখ আট হাজার ৫৯০ জন ছাত্রী। এবার এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা দ্বিতীয় এবং ইংরেজি ১ম ও দ্বিতীয়পত্র ছাড়া সকল বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও সকালের পরীক্ষা সকাল ১০ থেকে ১টা এবং বিকেলের পরীক্ষা বিকেল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নেয়া হবে।

২০১৫ সালে এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ২৬৬ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্র ছিল সাত লাখ ৬৩ হাজার ৩৩৯ এবং ছাত্রী ছিল সাত লাখ ১৫ হাজার ৯২৭ জন। গত বছর থেকে গণিত ও উচ্চতর গণিত বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৫ সালে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা নামে নতুন একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা সৃজনশীল প্রশ্নে পরীক্ষা হচ্ছে।

এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এক লাখ ৭২ হাজার ২৫৭ শিক্ষার্থী বেড়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ৯২ হাজার ৬৬৩ ও ছাত্র বেড়েছে ৭৯ হাজার ৫৯৪ জন।

প্রথমদিন ১ ফেব্রুয়ারি আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র, সহজ বাংলা ১ম পত্র এবং বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি ১ম পত্র, কারিগরি বোর্ডের বাংলা ২য় (সৃজনশীল) এবং মাদ্রাসা দাখিলে কুরআন মাজিদ ও তাজবীদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে

এসএসসি **পরীক্ষা** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

পরীক্ষা : এসএসসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও সমমানের পরীক্ষার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এ সময় শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। রেওয়াজ অনুযায়ী পরীক্ষার প্রথম দিন রাজধানীর তেজগাঁও গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'এবার তিন হাজার ১৪৩টি কেন্দ্রে ২৮ হাজার ১১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। গত বছরের চেয়ে এবার ৩১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ২৭টি কেন্দ্র বেড়েছে। এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ লাখ ৭৪ হাজার ৯২৭, অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৭৩ হাজার ৭৭৪ এবং বিশেষ (১ থেকে ৪ বিষয়ে পরীক্ষা দেবে) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখ ৪৯ হাজার ৪৭৪ জন।' বিদেশে আটটি কেন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়া হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এসব কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০৪ জন। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সব ইনডিকেটর (সূচক) বলে দিচ্ছে গতবারের চেয়ে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা, ছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের সংখ্যার দিক থেকে উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীরা ভালো করছে, দিন দিন বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় বিজ্ঞানে এবার ৫৬ হাজার ২৮৬ পরীক্ষার্থী বেড়েছে।'

এবার এসএসসির ফলাফলে সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করা হবে না জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমরা সৎ উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়া চালু করেছিলাম, কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার হচ্ছিল।'

এবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ১৩ লাখ চার হাজার ২৭৪ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে দুই লাখ ৪৮ হাজার ৮৬৫ এবং এসএসসি ভোকেশনালে (কারিগরি) ৯৮ হাজার ৩৮৪ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা নেই

এবার সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নিতে কঠোরতা অবলম্বন করা হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সন্দেহভাজনদের প্রতি গোয়েন্দা নজরদারি আছে। আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি তাতে বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা নেই। বিজি প্রেসের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীই তীক্ষ্ণ নজরদারিতে থাকবে। ছাপার সময় বিজি প্রেসের এক বা দুজন কর্মচারী প্রশ্নপত্র দেখার সুযোগ পেলেও তারা সর্বোচ্চ এক বা দুই মিনিট সময় পাবেন।' কিছু কিছু শিক্ষক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের সহায়তা করছিল- মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, 'এটা এড়াতে সেরা ২০ প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ বাদ দেয়া হয়েছে। তাই আমরা আশা করছি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার আশঙ্কা একেবারেই নেই।'

এবার আগে বহুনির্বাচনী পরীক্ষা

এ বছর প্রথমে বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) পরে সৃজনশীল বা রচনামূলক (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'উভয় পরীক্ষার মধ্যে ১০ মিনিটের ব্যবধান থাকবে। আগে তত্ত্বীয় পরীক্ষা হলে নানা রকম সমস্যা সৃষ্টির সুযোগ থাকে। এটা বন্ধ করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া আমরা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী বছর থেকে এমসিকিউ পরীক্ষায় ১০ নম্বর কমিয়ে দেব।'

অটিস্টিকদের জন্য অতিরিক্ত ৩০ মিনিট

বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী শ্রুতিলেখক নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবেন। এছাড়া এবারই প্রথম বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (অটিস্টিক ও ডাউন সিনড্রোম বা সেরিব্রালপালসি আক্রান্ত) পরীক্ষার্থীরা ৩০ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাবে। একই সঙ্গে পরীক্ষার কক্ষে তাদের অভিভাবক বা শিক্ষক বা সাহায্যকারী নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে।'

এবার সারাদেশে সাতজন অটিস্টিক ব্যক্তি এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।

বেশি নম্বর দেয়ার নির্দেশনা নেই

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বেশি নম্বর দেয়ার কোন নির্দেশনা নেই। পরীক্ষার ফল দেয়ার সময় বলা হয় আমরা শিক্ষকদের বেশি নম্বর দেয়ার জন্য বলেছি। আমরা এটা কখনো করি না। খাতা যাতে সঠিকভাবে দেখা হয় এটা আমরা বলি।' পরীক্ষার্থীদের যার যা প্রাপ্য সে অনুযায়ী নম্বর দেয়ার জন্য শিক্ষক ও পরীক্ষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, 'সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করে ফলাফল দেবেন। এতে সংখ্যা বাড়ল না কমল তাতে আমাদের কোন চাপ নেই।'

আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৮ মার্চ এসএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এরপর ৯ মার্চ সংগীতের ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং ১০ থেকে ১৪ মার্চের মধ্যে বেসিক ট্রেডসহ এসএসসির সব বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়া হবে। সময়সূচি অনুযায়ী, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিলে তত্ত্বীয় শেষ হবে ১০ মার্চ। এক্ষেত্রে ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে সকল ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার কথা বলা হয়েছে।